ISSN 2072-3334
Development Compilation
Vol. 01. No. 02. March 2009

মুসলিম দর্শনে গ্রিক দর্শনের প্রভাবঃ আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের গোড়াপত্তন-একটি দার্শনিক বিশেণ্ডষণ

মোঃ মতিউর রহমান*

(**সারসংক্ষেপঃ** দর্শন হচ্ছে জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত যতগুলো সমস্যা হয় তার সমাধানের প্রচেষ্টা। এই সমাধানের প্রচেষ্টা যখন কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস, ইলমুল কালাম, ইলমুল ফিকাহ ও বিভিন্ন রকম ইসলামী সংস্কৃতির এবং ইসলামী চিন্ড়া চেতনার প্রভাবে হয় তখন তাকে মুসলিম দর্শন বলে। এই মুসলিম দর্শনের জীবন কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানের অনেকটাই প্রভাব পড়েছে গ্রিক দর্শনের বিশেষ করে Plato, Aristotle'র দর্শন দ্বারা। আর গ্রিক দর্শন এবং মুসলিম দর্শনের সংস্কার এবং প্রভাবে গোড়াপত্তন ঘটেছে আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনের। আলোচ্য প্রবন্ধের পরিধি ব্যাপক যা অতি অল্প সময়ে স্বল্প পরিসরে সমাধান করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারপরও সামান্য পরিসরে কয়েকজন মুসলিম দার্শনিকদের রাষ্ট্রদর্শনের কিছুটা দার্শনিক দৃষ্টিকোণ তুলে ধরার পাশাপাশি বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।)

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক জীবন প্রভৃতি জীবন নিয়ে আলোচনা করে। আমাদের আলোচ্য বিষয়বস্তুতে রাষ্ট্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলিম চিন্ড়াবিদদের বিশেষ অবদান রয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রচিন্ড়াবিদদের চিন্ড়া ধারার মূল বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা আমার এই প্রবন্ধের লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আমি আল কোরআনের রাষ্ট্রতত্ত্ব, আল-ফারাবী, আল-গাজালী, ইবনে র"শদ, ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করছি। এই আলোচনার বিষয়বস্তু ব্যাপক; বিধায় সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

উৎসঃ মুসলিম রাষ্ট্রদর্শনের উপরে ইংরেজি ও বাংলায় রচিত বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এর মধ্যে আল কোরআনে রাষ্ট্রদর্শন বিষয়ক কিছু আয়াত ব্যবহার করা হয়েছে। গ্রন্থ হিসেবে E.I.J Rosenthal: Political Thought in Medieval Islam, M. Umar Uddin: the Ethical Philosophy of Al Ghazali, আল গাযালী: তিবর"ল মাসবুক, H.K. Sherwani: Studies in Muslim Political thought and Administration প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

(ক) আল-কোরআনে রাষ্ট্রতত্ত্ব

রাষ্ট্র ক্ষুদ্র হোক আর বৃহৎ হোক তা জগতেরই একটি অংশ এবং এই জগতের আবি"কৃত অনাবি"কৃত সবকিছুই একমাত্র আলণ্ডাহর। জগৎ যে আলণ্ডাহর এ সম্পর্কে জানতে হলে আল কোরআনের জ্ঞান থাকা আবশ্যক।[১]

সমস্ড় কিছুই আলণ্ডাহর সৃষ্টিঃ মানুষের প্রয়োজনের তাগিদেই আলণ্ডাহ তায়ালা জগৎসৃষ্টি করেছেন। আলণ্ডাহ বলেন, আপনি বলুন, আলণ্ডাহই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা, তিনি এক এবং সকলকে পরাভূতকারী।[২] আলণ্ডাহই সবকিছুর সংরক্ষণকারী ও পরিত্রাণকারী। তিনি বলেন, সমস্ড় আসমান ও যমীনে, আর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী জায়গায় এবং যমীনের গর্ভে যা কিছু রয়েছে তার সবকিছুর মালিক একমাত্র আলণ্ডাহ।[৩] আলণ্ডাহ বলেন, বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আলণ্ডাহ ব্যতীত আর কারও নেই।[৪] কুরআনের আইন হচ্ছে সুপ্রিম আইন এবং এই আইন প্রণেতাকে কোন কৈফিয়ত দিতে হয় না। তিনি যা করেন সে সম্বন্ধে তাঁকে কৈফিয়ত দিতে হয় না অথচ সবাইকে কৈফিয়ত দিতে হবে।[৫]

রাষ্ট্রে আলণ্ডাহর আনুগত্য স্বীকারঃ পবিত্র কোরআন শরীফে ঘোষিত হয়েছে আনুগত্য হতে হবে কেবলমাত্র আলণ্ডাহর; তার আইন কানুনকেই মেনে চলতে হবে সারা জীবনে। আপনি বলেদিন, আমাকে আদেশ করা হয়েছে যেন আমি আলণ্ডাহর এবাদত এমনভাবে করি- তা যাতে শুধু তাঁরই জন্যে সুনির্দিষ্টভাবে সম্পন্ন হয়।[৬]

আলণ্ডাহর আইন অমান্য করা বিদ্রোহের সামিলঃ যারা আলণ্ডাহর নাযিলকৃত আইন অনুসারে ফায়সালা করেনা, তারাই আলণ্ডাহদ্রোহী কাফির।[৭] পবিত্র কুরআন অনুসারে বিচারকার্য পরিচালনা করতে হবে। আলণ্ডাহ বলেন, আর যারা আলণ্ডাহর নাযিল করা আইন অনুযায়ী বিচারকার্য পরিচালনা করেনা, তারাই তো

* গবেষক, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী-৬২০৫।

১ মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, *কুরআনের রাষ্ট্রনীতি*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮৬, পৃ.১।
২ আল কুরআন, সূরা রা'দ ঃ ১৬।
৩ আল কুরআন, সূরা ত্বা-হা ঃ ৬।
৪ আল কুরআন, সূরা আন'আম ঃ ৫৭।
৫ আল কুরআন, সূরা আম্বিয়া ঃ ২৩।
৬ আল কুরআন, সূরা আল ইমরান ঃ ১১-১২।
৭ আল কুরআন সূরা মায়িদা ঃ ৪৪।

সীমালঙ্ঘনকারী জালিম।[৮] এবং যারা আলণ্ঢাহর বিধান মোতাবেক হুকুম দেয়না, তারাই তো ফাসিক।[৯]

শাসনতন্ত্রের মূলনীতিঃ শাসন তন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কি হবে সে সম্পর্কে আলণ্ঢাহ বলেন,

হে মুমিনগণ! আনুগত্য কর আলণ্ঢাহর, আনুগত্য কর রসুলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্মকর্তাদের।[১০] উপরোক্ত আয়াত থেকে শাসন তন্ত্রের মূলনীতি কিরূপ হবে তা অনুমান করা যায়। যথা-

- ➢ আলণ্ঢাহর আনুগত্যের পর রাসুলের আনুগত্য করতে হবে এবং তাঁদের আনুগত্য ঠিক রেখে কর্মকর্তাদের করতে হবে।
- ➢ কর্মকর্তাদেরও মুমিন হতে হবে।
- ➢ রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা এবং সরকারের সাথে মতভেদ জনগণের থাকতেই পারে। এক্ষেত্রে সর্বশেষ সিদ্ধান্ড় হবে আলণ্ঢাহর ও রসুলের আইন থেকে।
- ➢ এমনকি রাষ্ট্রীয় আদালতের দেয়া আইন আলণ্ঢাহ ও রাসুলের বিধান অনুযায়ী হতে হবে।

রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নির্বিশেষে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং যাবতীয় অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার নির্মূল করতে হবে। আলণ্ঢাহ বলেন, নিশ্চয়ই আমি আমার রসুলগণকে সুস্পষ্ট দলিলসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও ন্যায়দ- নাযিল করেছি এই উদ্দেশ্যে যে, মানুষ ইনসাফ লাভ করবে।[১১] রাষ্ট্রের সমস্ড় জনগণকে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করতে হবে তবেই রাষ্ট্রে শান্ড়ি শৃঙ্খলা বজায় থাকবে। আর যারা নেতৃত্ব দেবে তাদেরকে আলণ্ঢাহর হুকুম পালন করতে হবে।

আলণ্ঢাহ বলেন,

> এরা এমন লোক যে, আমি যমীনের বুকে তাদেরকে ক্ষমতা দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে, ন্যায় ও সৎকাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপকাজ থেকে নিজেকে ফিরিয়ে রাখবে।[১২]

[৮] আল কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৪৫।

[৯] আল কুরআন, সূরা মায়িদা ঃ ৪৭।

[১০] আল কুরআন, সূরা নিসা ঃ ৫৯।

[১১] আল কুরআন, সূরা হাদীদ ঃ ২৫।

[১২] আল কুরআন, সূরা হাজ্জ ঃ ৪১।

নাগরিকদের মৌলিক অধিকারঃ মুসলিম অমুসলিম সকল নাগরিকের জন্যই ইসলামী রাষ্ট্রে যে মৌলিক অধিকার দেয়া হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

জীবনের নিরাপত্তা; মালিকানা স্বত্বের নিরাপত্তা; সম্মানের নিরাপত্তা; ঘরোয়া জীবনের নিরাপত্তা; জুলুমের বির"দ্ধে প্রতিবাদের অধিকার; সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদানের অধিকার; সংগঠনের অধিকার; চিন্ড়ার স্বাধীনতার অধিকার; স্ব স্ব ধর্ম পালনের অধিকার; অন্যের অপরাধে অপরাধী হওয়ার অধিকার; বিনা অপরাধে বন্দী ও শাস্ড়ি প্রাপ্ত না হওয়ার অধিকার; অভাবীদের প্রয়োজনীয় সাহায্য উপাদান লাভের অধিকার; বৈষম্যের শিকার না হওয়ার অধিকার।[১৩]

ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিকদের অধিকারঃ

নাগরিকদের আনুগত্য লাভের অধিকার

- ➢ সরকারের আইনের মর্যাদা রক্ষার অধিকার
- ➢ সৎকাজে সহযোগিতা লাভের অধিকার
- ➢ দেশ রক্ষার কাজে সর্বাত্নক সহযোগিতা লাভের অধিকার।[১৪]

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আল-কুরআনে রাষ্ট্রের অন্ড়র্গত প্রাণিকূলের অধিকার স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে এবং ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার কোথাও কোন অনিয়ম পরিলক্ষিত হয়নি। তাই আল-কুরআনের রাষ্ট্রতত্ত্ব নিঃসন্দেহে মানব জীবনের জন্য অত্যন্ড় তাৎপর্যপূর্ণ।

(খ) আল-ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শন

রাষ্ট্রদর্শনের ইতিহাসে আল-ফারাবী (৮৭০-৯৫০) একজন বিশিষ্ট মুসলিম চিন্ড়াবিদ। এন সাইক্লোপিডিয়া অফ ব্রিটানিকাতে রাষ্ট্রদর্শন শীর্ষক প্রবন্ধে প্রাচীন, মধ্য, বর্তমান ও সমসাময়িক যুগে রাষ্ট্রচিন্ড়ার তত্ত্ব ও তথ্য সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে যে বর্ণনা দেয়া হয়েছে তাতে রাষ্ট্রদর্শনে মুসলিম দার্শনিকদের অবদানের কোন উলেণ্খ নাই। তবে আই, জে রোজেনথাল The Muslim Political Thought on Medieval Islam শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেন।[১৫]

লিও স্ট্রীজ ও জোসেফ ক্রপসি, হিস্ট্রি অব পলিটিক্যাল ফিলসফি গ্রন্থে মুসলিম রাষ্ট্রচিন্ড়ার উপর আলোচনা করেছেন।[১৬] আল-ফারাবী তার রাষ্ট্রচিন্ড়ায়

[১৩] মুহাম্মদ আব্দুর রাজ্জাক, প্রাগুক্ত, পৃ.২৬-৩০।

[১৪] প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০-৩২।

[১৫] E.I.J Rosenthal, *Cambridge: Political Thought in Medieval Islam,* 1962, pp. 122-143.

[১৬] Zeo strauss and Jojepy Gopsey, (ed), *Cheago: History of Political Philosophy,* 163, pp. 160-180.

অনেক মুহাদ্দিস, ধর্মতত্ত্ববিদ, সুফীসাধক, কবি-সাহিত্যিক, যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের সাহচার্য কাজে লাগান।[১৭] তিনি হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) খোলাফায়ে রাশেদীনদের শাসনপদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন।[১৮] রাষ্ট্রদর্শনের যে সমস্ড় গ্রন্থে আল-ফারাবীর মৌলিক অবদান রয়েছে সেগুলো হচ্ছে মদিনাতুল ফাজিলাহ, সিয়াসাতুল মাদানিয়াহ, ফুসুল আল মাদানী, তাহসীল আল সা' আদাহ।[১৯]

আদর্শ রাষ্ট্রের প্রধান শাসকের গুণাবলীঃ

১। সুন্দর স্বাস্থ্য, প্রফুলণ্ঢমন ও নিখুঁত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থাকা আবশ্যক। অন্যান্য প্রবৃত্তির সাথে স্বাভাবিক সমন্বয় সাধন করা উচিত।

২। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যথেষ্ট প্রজ্ঞার অধিকারী হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। কেননা স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে সবকিছু বুঝতে হবে এবং তড়িৎ সমাধান দিতে হবে।

৩। শিক্ষা দীক্ষার প্রতি অনুরাগ এবং সহজ সরল ও ধৈর্য্য সহকারে জ্ঞান লাভের অভ্যাস থাকতে হবে।

৪। কাজকর্মে ভারসাম্যবোধ, পানাহার ও যৌন ইচ্ছার উপর নিয়ন্ত্রণ, অত্যধিক আনন্দের প্রতি অনীহা।

৫। সত্য গ্রহণ ও সত্যাশ্রয়ী লোকের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং মিথ্যাবর্জন ও মিথ্যাশ্রয়ী লোকের নিন্দা জ্ঞাপনের ক্ষমতা অর্জন।

৬। মহৎ মন, প্রশস্ড়তম অন্ড়র ও সংকীর্ণতার উর্দ্ধে থেকে মহানুভবতা ও উদারতার অধিকারী হওয়া।

৭। ব্যক্তিগত ধনসম্পদ ও দিনার দিরহাম অর্জনের প্রতি অনীহা।[২০]

কল্যাণকামী রাষ্ট্রঃ যে আদর্শ রাষ্ট্রে জনগণ আকাঙ্খিত হয়ে পরস্পরকে সৎকার্য সম্পাদনে এবং সদগুণাবলী ও সুখ অর্জনে সহায়তা করে তাকে কল্যাণকামী রাষ্ট্র বলে।[২১]

অকল্যাণকামী রাষ্ট্রঃ যদি রাষ্ট্রের শাসন-তন্ত্র জনগণের কল্যাণ সাধনে ব্যর্থ হয় এবং শাসকদের রাষ্ট্র শাসনের প্রয়োজনীয় গুণাবলী না থাকে তবে সেই রাষ্ট্রকে অকল্যাণকামী রাষ্ট্র বলা যেতে পারে। যেসব রাষ্ট্র কল্যাণকামী নয় ফারাবীর মতে সেগুলো (ক) অকল্যাণকামী রাষ্ট্র (খ) অনৈতিক রাষ্ট্র (গ) ভ্রান্ড়রাষ্ট্র।[২২]

প্রয়োজনাত্মক রাষ্ট্র (আল-মাদীনা আল জর"রীয়াহ)ঃ যে রাষ্ট্রের নাগরিক শুধুমাত্র দেহের অস্ড়িত্ব সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় সামগ্রী অর্জনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে তাকে প্রয়োজনাত্মক রাষ্ট্র বলে।[২৩]

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র (আল মাদীনা আল-নাযালাহ)ঃ যে রাষ্ট্রের নাগরিক শুধুমাত্র অঢেল টাকা-পয়সা ধন সম্পদ অর্জন সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের জন্য রাষ্ট্র গঠন সেই রাষ্ট্রকে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বলে।[২৪]

ভোগবিলাসী রাষ্ট্র (আল-মাদীনা আল খামসাহ)ঃ যে রাষ্ট্রের নাগরিক দৈহিক ও কাল্পনিক সুখ লাভ ও আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে একে অপরকে সাহায্য করে তাকে ভোগ বিলাসী রাষ্ট্র বলে।[২৫]

গৌরব প্রত্যাশী রাষ্ট্রঃ যে রাষ্ট্রের নাগরিক জাতীয় ও আন্ড়র্জাতিক পর্যায়ে কথায় ও কাজে সম্মান অর্জন ও সম্মান প্রদানের জন্য একে অপরকে সাহায্য করে থাকে তাকে গৌরব প্রত্যাশী রাষ্ট্র বলে।[২৬] রিচার্ড বলেন, ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শনে পেণ্ঢটোর চেয়ে ইসলামের প্রভাবই বেশী। তাই রিচার্ড যথার্থই বলেন,

"It is obvious that Al-Farabi did not intend to proclaim a Utopian Philosopher king by taking up plato's programme of a perfect state under philosophical rule. He did not mean to compose a philosophical novel, but he rather had in mind the contemporary caliphate, the specific type of supreme rule, which Islam had brought into existence and gradually developed."[27]

আধিপত্য রাষ্ট্র ঃ যে রাষ্ট্রের জনগণ দেশে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য একে অন্যকে সাহায্য করে তাকে আধিপত্যবাদী রাষ্ট্র বলে।[২৮]

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঃ জনগণের অবাধ স্বাধীনতা ও সবার জন্য সমান সুযোগ সুবিধা রয়েছে এটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র।

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে আল-ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কে যথেষ্ট ধারণা পাওয়া যায়। তাতে কল্যাণকামী রাষ্ট্রের আদর্শ শাসকের উচিত অবাঞ্চিত

---

১৭ Muhammad Shahjahan, *A Critical Edition of Risaluh at Tandbiala Sahil al sa, adah of Abu Naser Muhammad al-Farabi*, 1985, p,23.

১৮ M. Umar Uddin, *Aligarh: the Eithical Philosophy of Al Ghazali*, 1962, p, 12.

১৯ Al Farabi Tasil-al-Saddah (Hyerabad 1345 A.H.) Section, 1.

২০ মুহাম্মদ শাহজাহান, *আল ফারাবীর দার্শনিক চিন্ড়াধারা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২ পৃ. ৫৫-৫৬।

২১ Zeo Strauss and Jojepy Gopsey, (ed), Opcit, pp, 160-180.

২২ Al-Farabi, Abu Nasr Muhammad, Opcit, p, 88.

২৩ মুহাম্মদ শাহজাহান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮

২৪ Ibid pp, 88-89.

২৫ Ibid p, 89.

২৬ Ibid pp, 90-94.

২৭ Al Farabi on the perfect state translated into English by Richard walzer, England: Oxford University Press, 1985, pp, 16-17.

২৮ Ibid p, 94.

রাষ্ট্রের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা। তাদের পরিশুদ্ধকরণের জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। যথা- (ক) রাষ্ট্র থেকে বহিষ্কার করা (খ) শাস্তিপ্রদান করা।

(গ) আল-গাযালীর রাষ্ট্রদর্শন

আল গাযালী (১০৫৮-১১১১) একজন ভাববাদী সূফী দার্শনিক ছিলেন। মুসলিম জগতের তৎকালীন রাজনৈতিক ও মানসিক অবস্থা দর্শনে অতঃপর ইসলাম সংস্কার কার্যে প্রবৃত্ত হন। তিনি বেশকিছু সংখ্যক রাজকীয় উপদেশ মালাসহ নৈতিকতা ভিত্তিক রাষ্ট্রদর্শনের গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মধ্যে উলেণ্ঢখযোগ্য হলো তিবরুল মাসবুক (খঁটিসোনা), সিবরুল আল মাইন (দুই বিশ্বের রহস্য) এই গ্রন্থ সমূহে তিনি শাসক ও প্রশাসকের উদ্দেশ্যে পরামর্শমূলক বক্তব্য পেশ করেন। সেই সময়কার শাসক প্রশাসক রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ধ্যান-ধারণা, চিন্তা-চেতনা, কামনা-বাসনা, দ্বন্দ্ব ও বিরোধিতা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন।

রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উন্নতি বিশেণ্ঢষণের সময় তিনি বাস্তব সত্যতা নির্ধারণের জন্য বহু ঐতিহাসিক ও ইসলামিক ঐতিহ্যপূর্ণ দৃষ্টান্ত দেন। তিনি মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে রাষ্টের বিভিন্ন শ্রেণীর তুলনা করেছেন। পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক কর্মকান্ডের তুলনায় আল-গাযালীর চিন্তা চেতনা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। তাঁর মতে, এই পৃথিবীতে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সার্বিকভাবে পরিচালনার পদ্ধতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান। তিনি বলেন, মানুষের চরিত্রের ২টি দিক আছে। তা হচ্ছে ক) ব্যক্তিগত দিক (খ) সামাজিক দিক।[২৯] এই দুই দিকের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য আইন প্রয়োজন। তবে মানুষ যদি নিজেরা প্রত্যেকে ন্যায়নীতি মেনে চলে তাহলে আইন বিশেষজ্ঞদের কোন প্রয়োজন হয় না কিন্তু দূর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য মানুষ তার কুপ্রবৃত্তির বশে এক অপরের অধিকার হস্তক্ষেপ করে ফলে আইনের প্রয়োজন হয়।

আল-গাযালীর রাজনৈতিক মতবাদ টমাস হবস, জন লক ও জন জ্যাক রুশোর তুলনায় ভিন্ন। কারণ তারা কাল্পনিক মানুষের উপর উপস্থাপিত করেছেন আর তিনি কল্পনাপ্রসূত মতবাদ পরিহার করে বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন।[৩০] তিনি ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক বিষয়ে মন্তব্য করেন যে, এরা দুই যমজ বোনের মত। ধর্ম হচ্ছে মানব সমাজের ভিত্তি আর দেশের শাসক হচ্ছেন তার রক্ষক। তাই ভিত্তি দূর্বল হলে পুরো কাঠামোটি ভেঙ্গে পড়ার সম্ভবনা থাকে।[৩১]

[২৯] আল গাযালী, *ফাতিহাতুল উলুম* ৪র্থ অধ্যায়।

[৩০] মুহাম্মদ শাহাজাহান, *আল গাযালীর দর্শন*, রাজশাহী : ফারাহাত তাসনীম, ২০০০, পৃ. ৮৩।

[৩১] আল গাযালী, *ফাতিহাতুল উলুম* ৫ম অধ্যায়।

প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে আল-গাযালী বলেন, তাদের নিষ্ঠাবান হওয়া উচিত। তিনি তার তিবরুল মাসবুক গন্থে শাসনকর্তাকে উপদেশ দিয়েছেন। একজন শাসকের দরকার ব্যবহারিক ও প্রায়োগিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জ্ঞান, শৌর্য, বীর্য, সাহসিকতা, জনদরদ, দূরদর্শিতা, প্রশাসনের প্রতি অনুরাগ, বলিষ্ঠ ইচ্ছাশক্তি, ঐতিহাসিক ধারা ও বর্তমানে সংঘটিত ঘটনাবলীর বিশেণ্ঢষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রভৃতি গুণের অধিকারী হওয়া। দেশের বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনযন্ত্র সঠিক কাজে প্রবাহিত হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আদর্শ নেতার চরম ও পরম দায়িত্ব। কেননা একজন যোগ্য নেতা এই পৃথিবীতে আলণ্ঢহর ছায়া স্বরূপ।[৩২]

আল-গাযালী নেতার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, একজন আদর্শ নেতাকে হযরত আবুবকর (রাঃ) মত সত্যবাদী, হযরত উমর (রাঃ) মত সাহসী, হযরত উসমান (রাঃ) মত বিনয়ী ও হযরত আলী (রাঃ) মত ন্যায় বিচার সম্পাদনের উপদেশ দেন।[৩৩] তিনি দৃষ্টান্ত দিয়েছেনে নবী করীম (সাঃ) নিজেই রাখাল ছিলেন, নিজ হাতে ঘর পরিষ্কার, দুধ দোহন, কাপড় পরিষ্কার এমনকি জুতা পর্যন্ত সেলাই করেছেন।[৩৪]

আল গাযালীর মতে, দেশের চরিত্রবান যোগ্য ব্যাক্তির হাতে নেতৃত্বের কর্তৃত্ব অর্পণ করা প্রয়োজন। দেশের সেনাবাহিনী প্রধানের উচিত অধীনস্থ সৈন্যদের প্রতি সদয় ব্যবহার করা। প্রাদেশিক শাসনকর্তা ও সেনাবাহিনীর ব্যক্তিবর্গের নেশা পান করা উচিত নয়। কারণ নেশাযুক্ত অবস্থায় সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ মোটেই সম্ভব নয়। আর প্রশাসকের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে অক্ষম হলে দেশের বিপর্যয় অসম্ভাবী।[৩৫] তাঁর মতে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শ গ্রহণ করা মঙ্গলজনক।

পরিবারের আভ্যন্তরীণ ও গোপনীয় অবস্থার কথা আল-কুরআনে সুষ্ঠভাবে উলেণ্ঢখ আছে। প্রাদেশিক শাসনকর্তার কার্যাবলী কি হতে পারে এ সম্পর্কে আল-গাযালীর ধারণা পরিষ্কার।[৩৬] এ প্রসঙ্গে তিনি হযরত আবু মুসা আল-আশআররীর (রাঃ) প্রতি খলিফা হযরত ওমর (রাঃ) নির্দেশ মালার উলেণ্ঢখ

[৩২] মুহাম্মদ শাহাজাহান, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪।

[৩৩] আল-গাযালী, *তিবরুল মাসবুক*, সম্পাদনা, আল হামজাভী কামতানিয়া প্রেস, ১২৭৭ হি. পৃ. ১৫।

[৩৪] H.K. Sherwani, *Studies in Muslim Political Thought and Administration*, Lahore, Review, 1965 p, 35.

[৩৫] Ibid, p, 66

[৩৬] Ibid, p, 165.

করে বলেন, যে প্রশাসক জনগণের কল্যাণ সাধন করেন তিনিই উত্তম আর যে প্রশাসক জনগণের সাথে অসাদাচারণ করেন সে প্রশাসক অধম। প্রশাসকের উচিত সুচিন্ড়িত অভিমত ব্যক্ত করা। রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী হয়ে কোন আদেশ জারী করা ঠিক নয়।[৩৭] আল-ফারাবীর মতে মৃত্যুর সাথে সাথে পৃথিবীর সমস্ড় সুখের অবসান ঘটে। তাই আলণ্ডাহর কথা স্মরণ করে কাজ করা উচিত। প্রত্যেক বিচারকের বিচার করার সময় মনে করা উচিত তিনি নিজেই বিচার প্রার্থী হলে কেমন হত কিংবা আসামী হলে কেমন ফায়সালা আশা করতেন। অতএব শাসকের উচিত দল নিরপেক্ষ মনোভাব পোষণ করা।[৩৮]

আল-গাযালীর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত আলোচনার মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম দর্শন বাস্ড়বমুখী ও মানবতাবাদী এবং প্রজাহিতৈষী এ ব্যাপারে সন্দেহ নাই। এখানে চিন্ড়া চেতনার যেমন মৌলিকত্ব রয়েছে তেমনি রয়েছে বিভিন্ন মতবাদ বিচার বিশেণ্ডষণে সুযোগ সুবিধা। তার রাষ্ট্রসম্পর্কিত আলোচনা আদর্শ জীবন গঠনের নীতিমালা বলা যেতে পারে।

(ঘ) ইবনে র"শদ এর রাষ্ট্রদর্শন

ইবনে র"শদ এর প্রকৃত নাম আবুল ওয়ালীদ মুহাম্মদ বিন আহম্মদ ইবনে র"শদ (১১২৬-১১৯৮)। তাৎকালীন সমাজ ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে যে সমস্ড় রাষ্ট্র সম্পর্কিত চিন্ড়া ভাবনা তিনি ব্যক্ত করেছেন তা সম্পূর্ণ আধুনিক। সর্ব প্রকার দুঃশাসন অত্যাচার অনাচার ও শোষণের বির"দ্ধে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। মুলতঃ তাঁর মাধ্যমেই পাশ্চাত্য প"িতগণ পেণ্ডটোর 'রিপাবলিক' এবং Aristotle 'নিকোমেকিয়ান' এথিক্সের সাথে পরিচিত হবার সুযোগ পান। Aristotle 'র সিদ্ধান্ড় ও সূত্রগুলো তাঁর মাধ্যমেই রেনেসাঁর পর্যন্ড় পৌছায়।[৩৯]

ইবনে র"শদের রাষ্ট্রচিন্ড়া নিয়ে সূদুর অতীতে বহুদিন পর্যন্ড় "দ্বৈত সত্য" তত্ত্বের যে ধারণা প্রচলিত ছিল অধুনা তা পরিবর্তিত হয়ে গেছে। প্রাচ্য প্রতীচ্যে সর্বত্রই প"িতগণ স্বীকার করেন যে, তিনি যে সত্যের কথা স্বীকার করেছেন তা এক ও অভিন্ন এবং মুলত ইসলামী শরিয়ায় সত্য। তাছাড়া আদর্শ রাষ্ট্রের সংবিধান তিনি শরিয়ার সংবিধানকেই চুড়ান্ড় বলে স্বীকার করে নেন। আল গাযালীর সাথে মূল পার্থক্য হল গাযালীর দর্শনের মধ্যে শরিয়ার বিধানের অস্বীকৃত বা বিরোধিতা খুঁজে পান কিন্তু র"শদ সেখানে পান দ্ব্যর্থহীন সমর্থন। সেন্ট টমাস একুইনাসের মতই তিনিও দর্শনের ক্ষেত্রে গ্রিক কাঠামোর উপর ইসলামী প্রত্যাদেশের চূড়া সংস্থাপন করেন।[৪০]

---

৩৭ আল-গাযালী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩।

৩৮ মুহাম্মদ শাহজাহান, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮৬।

৩৯ আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউ"েশন, ১৯৫৫, পৃ, ১০৭-১০৮।

৪০ W.M. Wartt, Islamic Survey, 1962, Vol-1, p, 141.

আদর্শ রাষ্ট্রের পূর্বশর্ত ঃ

ইবনে র"শদ এর রাষ্ট্রদর্শনে প্রত্যাদিষ্ট ভবিষ্যদ্বাণী তত্ত্ব (ঈড়হপবঢ়ঃ ড়ভ Prophecy) বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই তিনি পেণ্ডটোর আদর্শ রাষ্ট্র এবং ইসলামের আদর্শ রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা বিধানে সমর্থ হন। তাঁর মতে একমাত্র পয়গাম্বরদের মাধ্যমেই আমরা আলণ্ডাহর ইচ্ছা সম্পর্কে জানতে পারি। অতএব পয়গম্বরাই হচ্ছেন শরিয়ার আইনের একমাত্র উৎস। হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হওয়ায় তাঁর দেয়া বিধানই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ ঐশী বিধান আর এই বিধানের ভিত্তিতেই গঠিত হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রের চুড়ান্ড় নমুনা।[৪১]

অধ্যাপক E.I.J. Rosenthal বলেছেন যে, "আদর্শ প্রত্যাদিষ্ট আইন হিসেবে শরিয়ায় প্রাধান্য স্বীকারে এবং আদর্শ রাষ্ট্রর আদর্শ সংবিধান হিসেবে শরিয়ায় রাজনৈতিক ভূমিকা স্বীকারে ইবনে র"শদ আল- ফারাবীর চেয়ে মোটেই কম সচেতন ছিলেন না।[৪২]

আদর্শ রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা ঃ ইবনে র"শদ এর মতে আদর্শ রাষ্ট্রের শাসককে ন্যায় পরায়ণ ও প্রজাদরদী হতে হবে। শাসকেরা আইনের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অন্যায়ের বিচার করবে। আইন ছাড়া কোন ব্যক্তির বিচার করা কোন ভাবেই উচিত হবে না। তাঁর মতে, আদর্শ রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থার মধ্যে শরিয়ার গন্ধ পাওয়া যায়। শাসকেরা যথাযথ বিচার ব্যবস্থা প্রণয়ন করবে এবং জনগণের কোনভাবেই অন্যায় করবে না। তাঁর মতে, পেণ্ডটোর 'রিপাবলিক' যেমন গ্রিক সভ্যতার আদর্শ রাজনৈতিক সংগঠন ঠিক অনুরূপভাবে খোলাফায়ে রাশেদীনের শরিয়ার বিধানই হচ্ছে ইসলামী সভ্যতার আদর্শ রাজনৈতিক সংগঠন।[৪৩] তাই শরিয়ার বিধানের মাধ্যমে আদর্শ রাষ্ট্রের বিচার ব্যবস্থা হতেই পারে।

ইবনে র"শদ এর রাজনৈতিক মতামত ঃ তার রাজনৈতিক মতামত সম্পূর্ণ আধুনিক এটি সমাজের সর্ব প্রকার অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের বির"দ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তিনি শরিয়ার রাজনৈতিক আদর্শকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

নারী পুর"ষের সমান অধিকার ঃ ইবনে র"শদ এর রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নারী পুর"ষের সমান অধিকার লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে নারীরা পুর"ষদের মত সমান সুযোগ সুবিধা পেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্য বয়ে আনতে পারবে। তাই নারীদের কে অবহেলা করা উচিত নয়। তিনি নারীদের অবজ্ঞা বা অবহেলা না করার কথা বলেছেন।

---

৪১ E. I. J. Rosenthal, *Political Thoght in Medieval Islam,* U.S.A.: Cambridge University press, 1962, p, 176.

৪২ Rosenthal, opcit, pp. 176-177.

৪৩ Rosenthal, opcit, p. 185.

আদর্শ রাষ্ট্রে শাসকের গুণাবলী ঃ ইবনে র"শদ বলেন, আদর্শ রাষ্ট্রের শাসককে জ্ঞানী, বিণয়ী, সাহসী, ধৈর্য্যশীল ও ন্যয়পরায়ণ হতে হবে। যাতে সঠিক মূহুর্তে সঠিক সিদ্ধান্ড় গ্রহণ করতে পারে। তাকে চরিত্রবান হতে হবে। কেননা শাসকের চরিত্র যদি কলুষিত হয় তাহলে রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করবে।

রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা ঃ আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা রাষ্টের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য। রাষ্ট্রের নাগরিকগণকে অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকতে হবে। রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা শরিয়া মোতাবেক পরিচালনা করতে হবে। আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী রাষ্ট্রে কোন প্রকার শান্ড়ি থাকেনা। সবসময় আভ্যন্ড়রীণ কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ বিরাজ করে।

পরিশেষে বলা যায় যে, ইবনে র"শদ এর রাজনৈতিক দর্শন তৎকালীন গীর্জা ও রাষ্ট্রের দ্বন্দে যে ফাটল ধরেছিল এবং মুক্ত চিন্ড়র/বুদ্ধির বিকাশ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে গুলোকে যদি বিশেণ্ডষণ না করতেন তাহলে প্রবীণ গ্রিসের মূল্যবান দর্শন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হয়ে যেত একথা বলার অপেক্ষা রাখেনা। তিনি ধর্মহীন সেকুলারিজমে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের আলোকেই তাঁর রাষ্ট্র দর্শন আলোচনা করেন এবং মন্ড়ব্য করেন ইসলামী শরাহ এর উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রই হচ্ছে আদর্শ রাষ্ট্রেও Sample.[৪৪] কাজেই রাষ্ট্রের শান্ড়ি শৃঙ্খলা রক্ষায় তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

(ঙ) ইবনে খালদুন এর রাষ্ট্রদর্শন

মুসলিম সভ্যতার নব দিগন্ড় এক স্পেনীয় উদ্বাস্তু পরিবারে উত্তর আফ্রিকার তিউনিস নগরীতে গুলি উদ-দীন আল রহমান ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬) জন্মগ্রহণ করেন। বংশীয় পরিচয়ে তিনি ছিলেন 'ইয়ামনী' অর্থাৎ দক্ষিণ আরবীয় গোত্র জোটের অন্ড়র্ভূক্ত। তাঁর পিতা ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলেম। তিনি নিজপুত্রকে ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করেন।[৪৫] এছাড়া সুনিয়ন্ত্রিত উপায়ে তিনি আইনশাস্ত্র, কলা, বিজ্ঞান প্রমূখ বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিশ বছর বয়সে তিনি দূর্যোগপূর্ণ রাজনীতি ও শাসনকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন ও সংস্কার করার মানসে রাজকার্যে অংশগ্রহণ করার সংকল্প করেন এবং তিউনিসের সুলতান আবু ইসহাক ইব্রাহিমের খাশ মুনসী (একান্ড় সচিব) নিযুক্ত হন।[৪৬]

[৪৪] মুহম্মদ আয়েশ উদ্দিন, রাষ্ট্রচিন্ড়া পরিচিতি, ঢাকা: আইডিয়াল লাইব্রেরী, ১৯৯৫, পৃ, ২৭২-২৭৩।

[৪৫] ক) Muhsin Mahdi, *Ibn Khaldun's, Philoshophy of History*, U.S.A: University of Chicago Press, 1964, p. 27.
খ) গোলাম সামদান কোরায়শী অনুদিত, *ইবনে খালদুন এর আলমুকাদ্দিমা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫, প্রথম খন্ড, পৃ, ৩-৩৫।

[৪৬] আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭৮।

তখনও মুসলিম স্পেন শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও আর্থিক স্বচ্ছলতার দিক দিয়ে উত্তর আফ্রিকার তুলনায় বেশ উন্নত ছিল। সেই গ্রানাডার রাজা পঞ্চম মোহাম্মদ ও প্রধানমন্ত্রী ইবনে খালদুন কে সাদরে অর্ভ্যথনা জানান।[৪৭] রাজা ও মন্ত্রীর শুভ দৃষ্টির মধ্যে ইবনে খালদুন স্পেনের মুসলিম সমাজকে পুনঃগঠন করার জন্য রাজনৈতিক সংস্কারে মন দেন।[৪৮] ইবনে খালদুন মুকাদ্দমা প্রণয়ন করার সময় চর্তুদিকে ধর্মের জয়জয়কার অবস্থার মধ্যে তিনি একজন খাঁটি মুসলমান হওয়া সত্বেও রাষ্ট্রের তত্ত্ব বিশেণ্ডষণে তিনি যে নিরাসক্ত ও সংস্কারমুক্ত মানসিক পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। তাঁর সমকালীন খৃষ্টীয় প"িতগণ প্রায় সকলেই ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদে বিশ্বাস করতেন।[৪৯] ভারতীয় শাস্ত্রজ্ঞান, গ্রিক দার্শনিক প্রজ্ঞা ও চৈনিক হিকমত বা প্রযুক্তিবিদ্যার প্রভাবে মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে দুটি চিন্ড়র প্রকাশ ঘটে। (১) যুক্তিবাদী দর্শন (২) অভিজ্ঞতাবাদী যুক্তিবাদের ধারা।

যুক্তিবাদীদের মতে, মানব জীবনের সারসত্তা বা বৈশিষ্ট্য হল যুক্তি। একমাত্র যুক্তিচর্চাই মানুষের জীবনকে সার্থক করে এবং পূর্ণতা দান করে। যুক্তি বিনে মানুষ পশুত্বে নিবিষ্ট থাকে। পক্ষান্ড়রে সমাজবাদী দার্শনিকগণ মনে করতেন মানুষের জীবন রক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রয়োজন অপরিহার্য। ইবনে খালদুন বলেন, অভিজ্ঞতায় দেখা যায় মানুষের সাধ অসীম কিন্তু সাধ্য সসীম। তাই সাধ মেটাতে অন্যের সহযোগিতা প্রয়োজন।[৫০]

লক্ষ্যনীয় যে, এ কারণেই পবিত্র কুরআন মজীদে আদেশ করা হয়েছে ভাল কাজে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর এবং মন্দ কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর না।[৫১] ইবনে খালদুন তাঁর সমগ্র রাষ্ট্রদর্শনে আসাবিয়া (Asabiya) সংগতির উপর সর্বাধিক গুর"ত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ শীর্ষারোহণ অবক্ষয় পতন (Origin, growth peak decline and fall) আসাবিয়ার আনুপাতিক পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। আসাবিয়ার প্রকৃতস্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে অধ্যপক রোজেন্থাল বলেন, ইচ্ছাকে

[৪৭] ক) গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৭-৩৮, ১০ ।
খ) আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭৮।
গ) ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান, *ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শন*, জার্নাল অব ইসলামিক এ্যডমিনিষ্ট্রেশন, পৃ, ৯
ঘ) H. K. Sherwani, Ibid, p, 191.

[৪৮] ক) গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৯-৪০।
খ) ড. মঈনউদ্দিন আহমদ খান, প্রাগুক্ত, পৃ, ১০।

[৪৯] গোলাম সামদানী কোরায়শী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৪০-৪১।

[৫০] আয়েশ উদ্দিন, প্রাগুক্ত, পৃ, ২৭৯।

[৫১] আব্দুল নূর সম্পাদিত জার্নাল অব ইসলামিক এ্যডমিনিষ্ট্রেশন, পৃ, ১২-১৩।

বাস্তবে রূপ দিতে কতকগুলো সমভাবাপন্ন মানুষের সক্রিয় সমর্থনের প্রয়োজন। মূলতঃ একেই খালদুন আসাবিয়া বলে অভিহিত করেন।[৫২]

রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ঃ ইবনে খালদুন তিন প্রকার রাষ্ট্রের কথা বলেছেন। যথা- (১) ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা দীনিয়া) (২) যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র (সিয়াসা আক্বলীয়া) (৩) দার্শনিকদের আদর্শ রাষ্ট্র (সিয়াসা মাদানীয়া বা মাদীনা ফাযিলা)।[৫৩] ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্রে আলণ্ঢাহ কর্তৃক প্রেরিত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত পুরষ্কার ও শাস্ড়ি সম্পর্কে মানুষের যে বিশ্বাস রয়েছে তার উপর ভিত্তি করে আনুগত্য দাবী করা হয়। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্র মানবিক যুক্তির দ্বারা আবিস্কৃত আইনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের সুফল ইহকাল ও পরকালে লাভ করা যায়। যুক্তিভিত্তিক রাষ্ট্রের সুফল শুধুমাত্র ইহকালেই লাভ করা যায়। আর আদর্শ রাষ্ট্রের প্রতিফলন বাস্ড়বে অসম্ভব এটা শুধু অনুমানমূলকভাবে আলোচনা করা হয়ে থাকে।[৫৪] ইবনে খালদুন গভীরভাবে উপলব্ধি করেন যে, যেকোন দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মূল চাবিকাঠি হচ্ছে তার বলিষ্ঠ অর্থনীতি এবং এই অর্থনীতি জন্য সুষম বাজেটের প্রয়োজন অপরিহার্য। তিনি ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের অর্থনীতিকেই আদর্শ অর্থনীতি বলে মনে করেন।[৫৫]

আল-ফারাবীর রাষ্ট্রতত্ত্ব সম্পর্কিত মতবাদের উপর পেণ্ঢটোর প্রভাব সুস্পষ্ট। তিনি পেণ্ঢটো'র *The Republic* এবং *The Laws* এর উপর নির্ভর করেই তাঁর রাষ্ট্রদর্শন সম্পর্কিত জ্ঞানের প্রসার ঘটান যা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে তাঁর নতুন রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সূত্রপাত হয়। তিনি মানুষের যুক্তিবুদ্ধির উপর রাষ্ট্রকে প্রতিষ্ঠিত করার সাথে সাথে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক চুক্তিবাদীদের উপর কঠোরভাবে কুঠারাঘাত করেন। তিনি বিশ্বাস করতেন দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে কোন বিরোধ নেই। তিনি পেণ্ঢটোর অসম্পূর্ণ গণতন্ত্রকে আধুনিক গণতন্ত্রে রূপদানের চেষ্টা করেন। তাঁর Rational Morality তাঁকে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের মর্যাদা দেয়।[৫৬] আল গাযালী রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ব্যাখ্যাদান সম্পর্কে মানুষের প্রতিটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তুলনা করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয়েছেন তাতে Plato'র গণতন্ত্রের পাথেয় হিসেবে কাজ করে আসছে। গণতন্ত্র শুধু সবার মর্যাদা সমান একথা বলেই ক্ষান্ত হয়না বরং সকল ক্ষেত্রেই প্রত্যেকটা পেশাজীবি মানুষের সামগ্রিক মূল্যায়নই হচ্ছে আধুনিক গণতন্ত্রের মর্যাদা দেয়া । আর ইবনে র"শদ Plato'র রিপাবলিক এবং Aristotle'র নিকোমেকিয়ান এথিক্স দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে এবং বর্তমান কালের আইনের শাসন তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ইবনে খালদুনের রাষ্ট্রদর্শনে Aristotle'র প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপীয় মনীষীগণ ইতিহাসের যে বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিভিত্তিক বিশেণ্ঢষণ করেছেন তার মূল প্রেরণা দিয়েছেন ইবনে খালদুন। উনবিংশ শতাব্দীর ডারউইনের (Darwin) বহুপূর্বে তিনি বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের কথা কল্পনা করেন এবং ইতিহাস ভূগোল, অর্থনীতি, ধর্মও রাষ্ট্রতত্ত্ব সকল ক্ষেত্রেই তা প্রয়োগ করেন।

পরিশেষে আমরা এ কথা বলতে পারি যে, আল-কোরানের রাষ্ট্রদর্শন মানব জীবনের জন্য অত্যন্ড় তাৎপর্যপূর্ণ তা আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ইমাম আল-গাযালীর রাষ্ট্রদর্শন আল-কোরআন দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ইবনে র"শদ ও আল-ফারাবীর রাষ্ট্রদর্শনে ইসলামী চিন্ড়াধারা ও গ্রিক দার্শনিক Plato, Aristotle'র প্রভাব রয়েছে। ইবনে খালদুন এর রাষ্ট্রদর্শন এ তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সমাজদর্শন ও ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। আর এগুলোর প্রতি আশু দৃষ্টিআকর্ষণ করলে দেখা যায় যে, আধুনিক রাষ্ট্র দর্শনে ও মুসলিম দার্শনিকদের প্রভাব নগন্য নয়। তাছাড়া গ্রিক দর্শনের প্রভাব মুসলিম দর্শনে পড়ে দর্শনটা অনেকটা যুগোপযোগী ও গতীয়মান (dynamic) হয়েছে। উত্তরোত্তর মুসলিম দর্শনের সংস্কারের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতাকামী, কুসংস্কারহীন ও ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব ঘটেছে।

---

[৫২] আল-কোরআন, সূরা আল মায়েদা, আয়াত, ২।

[৫৩] Rosenthal, opcit, p, 87.

[৫৪] Quoted by Rosenthal from "Mukaddamah, Vide, Political thought in Mediaeval Islam, p, 93-94.

[৫৫] Sherwani, opcit, p, 196.

[৫৬] আব্দুল মওদুদ, *মুসলিম মনীষা*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউ"শন, ১৯৫৫, পৃ. ৪৪